আলোচ্য বিষয়ঃ
ন্যায়মতে অলৌকিক প্রত্যক্ষ

তুফান আলি সেখ
সহকারী অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ
মহীতোষ নন্দী মহাবিদ্যালয়

ন্যায় মতে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সন্নিকর্ষের ফলে যে অশাব্দ, অভ্রান্ত ও সুনিশ্চিতজ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকে বলা হয় প্রত্যক্ষ ।

ন্যায় মতে প্রত্যক্ষকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা –

ক) লৌকিক প্রত্যক্ষ

এবং খ) অলৌকিক প্রত্যক্ষ

অলৌকিক প্রত্যক্ষঃ-

ন্যায় মতে, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের অলৌকিক সন্নিকর্ষ থেকে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাকে বলা হয় অলৌকিক প্রত্যক্ষ।

উদাহরনঃ-

দূর থেকে বরফ দেখে যখন বলা হয় বরফ ঠান্ডা' তখন সেটি হল অলৌকিক প্রত্যক্ষ। কেননা, বরফ ঠান্ডা এই জ্ঞান ত্বক ইন্দ্রিয়ের দেওয়ার কথা, কিন্তু এই ক্ষেত্রে জ্ঞানটি চক্ষু ইন্দ্রিয় দিয়েছে।

অলৌকিক প্রত্যক্ষের শ্রেণীবিভাগ

ন্যায় মতে, অলৌকিক প্রত্যক্ষ তিন প্রকার। যথা –

১. সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষ,

২. জ্ঞান লক্ষণ প্রত্যক্ষ,

এবং ৩. যোগজ প্রত্যক্ষ।

১. সামান্য-লক্ষণ প্রত্যক্ষঃ-

যে অলৌকিক প্রত্যক্ষে সামান্য-ধর্ম বা জাতিধর্ম সন্নিকর্ষরূপে কাজ করে, তাকে বলা হয় সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষ। এই জাতীয় প্রত্যক্ষ সামান্যধর্ম বা জাতিধর্ম প্রত্যক্ষের উপর নির্ভরশীল বলে একে সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষ বলে। এই প্রকার প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের স্বাভাবিক সম্বন্ধ হয় না, তাই একে অলৌকিক প্রত্যক্ষ বলে।

সামান্য-লক্ষণ প্রত্যক্ষের উদাহরণঃ

ন্যায় মতে, একটি ঘট প্রত্যক্ষের সময় ঘটটির সামান্য ধর্ম ঘটত্ব প্রত্যক্ষ করা হয় এবং ঘটত্ব-সামান্য প্রত্যক্ষের মাধ্যমে সকল ঘটের (ত্রৈকালিক সকল ঘট) প্রত্যক্ষ করা হয়।

সামান্য-লক্ষণ প্রত্যক্ষ স্বীকারের সপক্ষে যুক্তিঃ

নব্য নৈয়ায়িক আচার্য বিশ্বনাথ সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষ স্বীকারের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে বলেছেন – ন্যায় মতে অনুমান একটি প্রমাণ। অনুমানের ভিত্তি হল ব্যাপ্তি জ্ঞান। কিন্তু, সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষ স্বীকার করলে ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় এবং ব্যাপ্তি জ্ঞান প্রতিষ্ঠা না হলে অনুমানও সম্ভব নয়। তাই অনুমানকে স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করতে হলে সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষ স্বীকার করতে হয়।

জ্ঞান-লক্ষণ প্রত্যক্ষ :-

অতীত-জ্ঞানের সাহায্যে বিষয় প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে, প্রত্যক্ষের বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের যে অলৌকিক সন্নিকর্ষজনিত প্রত্যক্ষ হয়, তাকে বলা হয় জ্ঞান-লক্ষণ প্রত্যক্ষ।

জ্ঞান-লক্ষণ প্রত্যক্ষের উদাহরণ :-

অনেক সময় দূর থেকে চোখ দিয়ে দেখে বলা হয় 'চন্দনকাঠ সুগন্ধি যুক্ত'। কিন্তু, চোখের সঙ্গে সুগন্ধের লৌকিক সন্নিকর্ষ হতে পারে না, কেননা সুগন্ধ চোখের গ্রাহ্য-বিষয় নয়, নাসিকার দ্বারা সুগন্ধের লৌকিক প্রত্যক্ষ হয়। এখানে চক্ষুর সঙ্গে সুগন্ধের অলৌকিক সন্নিকর্ষ হয়।

জ্ঞান-লক্ষণ প্রত্যক্ষ স্বীকারের সপক্ষে যুক্তি :-

নব্য নৈয়ায়িক আচার্য বিশ্বনাথ জ্ঞান-লক্ষণ প্রত্যক্ষ স্বীকারের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে বলেছেন - জ্ঞানলক্ষণরূপ অলৌকিক সন্নিকর্ষ স্বীকার না করলে অনেক প্রত্যক্ষজ্ঞানের ব্যাখ্যা হয় না। আবার, অনেক ভ্রমজ্ঞানের (শুক্তিতে রজতভ্রম, রজ্জুতে সর্পভ্রম) ব্যাখ্যার জন্যও জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষ স্বীকার করেত হয়।

যোগজ প্রত্যক্ষ :-

ন্যায় মতে যোগী বা সিদ্ধপুরুষগণ যোগাভ্যাসের দ্বারা অলৌকিক শক্তি 'যোগজধর্মের' অধিকারী হয়ে ত্রৈকালিক সকল বস্তু-অতীত ও ভবিষ্যৎ বস্তু, দূরবর্তী ও নিকটবর্তী বস্তু, অতি সূক্ষ্ম ও অতি বিরাট বস্তুর যে প্রত্যক্ষ করেন, তাকে বলে হয় যোগজ প্রত্যক্ষ।

যোগজ প্রত্যক্ষ আবার দু-প্রকার। যথা -

অ) যুক্ত যোগীর প্রত্যক্ষ,

এবং আ) যুঞ্জান যোগীর প্রত্যক্ষ ।

সিদ্ধপুরুষদের যোগজ প্রত্যক্ষ নিত্য ও স্বতঃস্ফূর্ত। এরা যুক্তযোগী। কিন্তু যাঁরা আধ্যাত্মিক জীবনে এখনো সিদ্ধিলাভ করেননি তাঁরা যুঞ্জানযোগী। এঁদের যোগজ প্রত্যক্ষে মনোযোগের প্রয়োজন হয় এবং সেই প্রত্যক্ষ সাময়িক অর্থাৎ অল্প সময় ধরে থাকে।

উল্লেখযোগ্য যে, ভারতীয় দর্শনের সব সম্প্রদায় উল্লিখিত তিন প্রকার অলৌকিক প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন না। যেমন, সাংখ্য ও বেদান্তদর্শনে কেবল যোগজ প্রত্যক্ষ স্বীকৃত। মীমাংসা দর্শনে যোগজ প্রত্যক্ষ অস্বীকৃত। আবার নব্যনৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষ অস্বীকার করেন। তবে সাধারণভাবে নায়বৈশেষিক সম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে উল্লিখিত তিন প্রকার অলৌকিক সন্নিকর্ষ এবং তজ্জনিত তিনপ্রকার অলৌকিক প্রত্যক্ষ স্বীকার করা হয়।

ধন্যবাদ

Tufan Ali Sheikh
Assistant Professor
Department of Philosophy
Mahitosh Nandy Mahavidyalaya